প্রথম আলো

তারিখ 16 NOV 2006
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

ইডেন কলেজে ছাত্রত্ব ছাড়াই ছাত্রদল নেত্রীদের দৌরাত্ম্য

অতিষ্ঠ হোস্টেল সুপারদের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

হাত্রত্ব ছাড়াই ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে আধিপত্য ধরে রেখেছেন ছাত্রদলের কয়েকজন নেত্রী। এঁদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছেন কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এমনকি পুরো প্রশাসন। এঁরা তিনটি ছাত্রীনিবাসের ২০টি কক্ষ খল করে রেখেছেন। এসব কক্ষে ছাত্রদলের তাধিক নারী-ক্যাডার অবস্থান নিয়ে আছেন।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, গতকাল ধবার কলেজের আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) নামের তুন ছাত্রীনিবাসের আসন বণ্টনের কথা াকলেও ছাত্রদলের নেত্রীরা আগেই সবগুলো আসন দখল করে নিয়েছেন।

ছাত্রদলের নেত্রীদের দুর্ব্যবহার, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ আর গণহারে হলের আসন দখলে অতিষ্ঠ য়ে সব ছাত্রীনিবাসের হোস্টেল সুপার একযোগে ত রোববার রাতে অধ্যক্ষের কাছে পদত্যাগপত্র দিয়েছেন। পদত্যাগপত্রে তাঁরা বলেছেন, কলেজের যে পরিবেশ, তাতে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনও অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। এ জন্য হোস্টেল সুপারের পদ থেকে তাঁরা অব্যাহতি চেয়েছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ জানে গুলশান আরার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে *প্রথম আলোকে* বলেন, হোস্টেল থেকে বহিরাগতদের বের করতে তিনি একাধিকবার নোটিশ দিয়েছেন। এখন হোস্টেল সুপারদের সঙ্গে বসে বৈঠক করবেন। বহিরাগতদের পর্যায়ক্রমে কলেজ থেকে বের করে দেবেন।

কলেজসূত্র অনুযায়ী, কলেজের ২৪ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর মধ্যে দুই হাজার জন আবাসিক সুবিধা পেয়েছেন। তবে ছাত্রদলের নেত্রীদের দৌরাত্ম্যে আবাসিক শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা দূরে থাক, ঠিকভাবে ঘুমাতেও পারছেন না।

আবাসিক শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, চারটি ছাত্রীনিবাসের মধ্যে তিনটি এখনো ছাত্রদলের এইসব নেত্রীর দখলে, যাঁদের ছাত্রত্ব নেই। এর মধ্যে 'বেগম রাজিয়া সুলতানা' ছাত্রীনিবাসের ৩০৮ নম্বর কক্ষসহ পাঁচটি কক্ষ দখল করে রেখেছেন ছাত্রদলের নেত্রী সেলিনা সুলতানা নিশিতা। অপর নেত্রী শাহীনূর বেগম সাগর একই ছাত্রীনিবাসের ৩০১ নম্বরসহ তিনটি কক্ষ, বেগম জেবুন্নেসা ছাত্রীনিবাসের ৫০৫ নম্বরসহ সংলগ্ন তিনটি কক্ষ নেত্রী ঊর্মি, এবং নেত্রী রুম ৩০১ নম্বরসহ সংলগ্ন তিনটি কক্ষ দখল করে রেখেছেন। এ ছাড়া ২০৬, ২০৩ ও ২০৮ নম্বর কক্ষ মুকুল, ৫১৩ নম্বর কক্ষ জেনী এবং ৩১৪ নম্বর কক্ষ পদ্মের দখলে আছে।

আবাসিক শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, প্রশাসনকে তোয়াক্কা না করে এসব বহিরাগত গভীর রাতে ছাত্রীনিবাসে ঢোকেন। অথচ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার মধ্যে হোস্টেলে ঢোকার নিয়ম রয়েছে। রাজিয়া সুলতানা ছাত্রীনিবাসের একাধিক শিক্ষার্থী অভিযোগ করলেন, রাত ১১টায় ফিরে এঁরা চিৎকার-চেঁচামেচি করে আড্ডা দেন। এতে ঘুমানো যায় না। শিক্ষার্থীরা বলেছেন, এসব বিষয় হোস্টেল সুপারকে একাধিকবার অবহিত করেছেন। পরে হোস্টেল সুপাররা গত রোববার নিশিতার কক্ষ থেকে গজারির লাঠি ও হকিস্টিক উদ্ধার করেছেন। নিশিতা এ কারণে হোস্টেল সুপারদের গালাগাল দেন।

এ ব্যাপারে নেত্রী সেলিনা সুলতানা নিশিতা *প্রথম আলোকে* বলেন, তিন মাস আগে ইডেনে ছাত্রদলের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে তিনি হোস্টেলে থাকছেন। হোস্টেলের কারও সঙ্গে তিনি কোনো দুর্ব্যবহার করছেন না বলে দাবি করেন।

ছাত্রদল ইডেন কলেজ শাখার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাহীনূর বেগম সাগর অবৈধভাবে ছাত্রীনিবাসে থাকার কথা স্বীকার করে বলেন, প্রশাসন যদি তাকে বের করে দেয়, তিনি কলেজের সুন্দর পরিবেশের স্বার্থে বের হয়ে যাবেন। তবে প্রশাসনকে অবশ্যই সবার জন্য [illegible]